ভূমি জরীপের শ্রেনীবিভাগ

জমি জরীপের আরও কিছু ভাগ রয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

১) টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে (Topographical Survey)

২) ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে (Cadastral Survey)

৩) সিটি সার্ভে/ পৌর জরিপ (City Survey)

S.S.R.K DIGITAL
ssrkdigital.com

টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে (Topographical Survey)

এই সার্ভের মাধ্যমে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের প্রাকৃতিক সম্পদের বিশদ বিবরণ চিত্রিত করা হয়। যেমন কোনো স্থানের পুকুর, নদী, পাহাড়, বন ইত্যাদি। এ ছাড়া ওই স্থানের কৃত্রিম বস্তুসমূহেরও অবস্থান, পরিমাপ ইত্যাদি নির্ণয় ও অঙ্কন করা হয়। যেমন রাস্তাঘাট, রেলওয়ে স্টেশন, ক্যানাল, শহর, গ্রাম ইত্যাদি।

S.S.R.K DIGITAL
ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে (Cadastral Survey)

এই প্রকার জরিপের সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট জমির সীমানা নির্ধারণ ও পরিমাপ করা হয় এবং সেইসাথে ওই নির্দিষ্ট জমিটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হয়। এই প্রকার জরিপের সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট স্থানের সীমানা নির্ণয় করা যায়।

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপের মূল একক হল মৌজা

ssrkdigital.com

সিটি সার্ভে/ পৌর জরিপ (City Survey)

এই জরিপের সাহায্যে কোনো পৌর অঞ্চলের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, ড্রেন, জলপ্রবাহ ইত্যাদি পরিমাপ ও অঙ্কন করা হয়।

S S R K DIGITAL
ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ (Cadastral Survey) এবং এই জরীপের বৈশিষ্ট্য

ক্যাডাস্ট্রাল কথাটি এসেছে "ক্যাডসট্রি" নামক একটি বিদেশী শব্দ থেকে। যার অর্থ ভূ-সম্পত্তি বিষয়বস্তু বিভিন্ন তথ্যবহুল নথি (খাতা/রেজিস্টার)।

স্বত্বলিপি ("ক্যাডাসট্রি") প্রস্তুতকল্পে ভূমি ও রাজস্ব দপ্তর প্রতিটি মৌজায় অবস্থিত সকল জমির সীমানা নির্ধারণের জন্য যে জরিপ করে তাহাই ক্যাডাসট্রাল জরিপ। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫৩ সালের জমিদারী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৫ সালের পঃ বঃ ভূঃ সংস্কার আইন, ১৮৭৪ সালের রেজিস্ট্রেশন আইন, ইত্যাদি আইনের সাহায্য লইয়া জমির স্বত্বলিপি প্রয়োগ করা হয়।

S S R K DIGITAL
ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ (Cadastral Survey) এবং এই জরীপের বৈশিষ্ট্য

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপের একক হল মৌজা (village)।

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ অনুযায়ী কোন একটি মৌজার পূর্বনির্ধারিত কিছু প্রাকৃতিক বস্তু মানচিত্রে আঁকা হয়। যেমন জমি, পুকুর, বড়/ ছোট জলাশয়, নদী, খাল, রাস্তা, রেলপথ ইত্যাদি নকশায় নির্দিষ্ট স্কেলে আঁকা হয়। আবার মৌজায় কোন স্কুল, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, বড় নলকূপ থাকলেও দেখানো হয়। প্রয়োজনে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। জলাজায়গা, বাস্তু জমি, বাগান ইত্যাদি বিশেষ চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়।

S S R K DIGITAL
ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ (Cadastral Survey) এবং এই জরীপের বৈশিষ্ট্য

প্রথমে ট্রার্ভাস দলের কর্মীরা মৌজায় এসে থিয়োডোলাইট, EDM (Electronic Distance Measurement) প্রভৃতি যন্ত্র দিয়ে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করে কতগুলি জরিপ স্টেশন তৈরী করেন। এগুলিকে ট্রার্ভাস স্টেশন বলে। পরে এই ট্রার্ভাস স্টেশনগুলির সাহায্যে ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ করা হয় এবং মৌজার মানচিত্র তৈরী করা হয়।

মৌজা ম্যাপ এই জরিপ পদ্ধতিতে তৈরী হয়েছিল।

S S R K DIGITAL
ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা

- **বহুভুজ (Polygon) কাকে বলে?**

ট্রাভার্স পার্টীর সার্ভেয়ারগণ থিয়োডোলাইট সার্ভের মাধ্যমে কোন জরিপ ক্ষেত্রে একাধিক স্টেশন স্থাপন করেন এবং সংগে সংগে ছোট ছোট গোঁজা (Peg) পুঁতে রাখেন। শহরাঞ্চলে পেগ পোঁতার পাশাপাশি ওই পেগের নিকটবর্তী দেওয়াল, ইলেকট্রিক লাইটপোষ্ট, টেলিফোন পোষ্ট ইত্যাদির গায়ে ওই দেওয়াল বা পোষ্ট থেকে স্টেশনগুলির দূরত্ব লিখে রাখেন।

S S R K DIGITAL

জরিপ ক্ষেত্রে এরকম জরিপ স্টেশনগুলি পরপর যুক্ত করলে একাধিক বাহু বিশিষ্ট জ্যামিতিক ক্ষেত্র বা বহুভুজ তৈরী করে।

ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা

- **মোরব্বা (Quadrilaterals) কি?**

বহুভুজ (Polygon) তৈরী করার পবে বিস্তারিত জরিপ শুরুর আগে মোরব্বা তৈরী করা হয়। আসলে বহুভুজের বিশাল এলাকাটিকে ছোট ছোট অংশে বিভদন করা হয়। ছোট ছোট এই চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ, পঞ্চভুজ ইত্যাদি আকৃতির জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলিকেই মোরব্বা বলে।

সাধারনত মোরব্বা বাহুর দৈর্ঘ্য ১০ থেকে ১৪ চেইন হওয়া উচিত

SSRK DIGITAL
ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা

- **সিকমি বাহু (Shikmi Line) কাকে বলে?**

একটি মোরব্বার বিপরীতমুখী দুটি বাহুর উপর বিন্দু বেছে নিয়ে ওই বিন্দুদ্বয়-এর সংযোজক বাহুকে সিকমি বাহু বলে।

সিকমি বাহু টানার সময় মনে রাখতে হবে দুটি সিকমি বাহুর মধ্যবর্তী দূরত্ব যেন ১৬" = ১ মাইল স্কেলের মানচিত্রের ক্ষেত্রে কোন ভাবেই দুই চেইনের বেশী না হয়।

ssrkdigital.com